দৈনিক বাংলা

তারিখ 19-OCT 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

11

অভিমত

নবম-দশম শ্রেণীর সিলেবাসের বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহ

মোঃ নজরুল ইসলাম

১৯৫৪ সাল হতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম-দশম শ্রেণীর সিলেবাসে ৫টি বৃত্তিমূলক বিষয়, যেমন জ্যামিতিক ও কারিগরি অংকন, কাঠের কাজ, লোহালক্কড়ের কাজ, ফলিত বিদ্যুৎ শক্তি ও গৃহ নির্মাণ প্রত্যেকটি একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণ বিষয় হিসাবে চালু ছিল। ১৯৫৯ সালের শরীফ কমিশন থেকে শুরু করে ১৯৮৭ সালের ডঃ মফিজ কমিশন পর্যন্ত প্রত্যেকটি কমিশনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য উপরোক্ত পাঁচটি বৃত্তিমূলক বিষয় প্রবর্তনের জোর সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও ১৯৯০ সাল হতে নবম-দশম শ্রেণীর সিলেবাস থেকে বৃত্তিমূলক বিষয়গুলির যে বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে তা নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহের মূল বিষয় জ্যামিতিক ও কারিগরি অংকন এবং দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ফলিত বিদ্যুৎ শক্তি এই দুইটি বিষয়কে সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এই ৩৬ বৎসরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বৃত্তিমূলক বিষয়গুলির মধ্যে জ্যামিতিক ও কারিগরি অংকন এবং ফলিত বিদ্যুৎ শক্তি এই দুইটি বিষয়েরই বিদ্যালয়ে অধিক প্রসার ঘটেছে। বিগত প্রায় চার দশক ধরে যে দুইটি বিষয় বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয় হিসাবে অধিক স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং ধীরে ধীরে প্রায় ছয়শতেরও অধিক বিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে তা হঠাৎ করে সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই।

১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত নবম দশম শ্রেণীর সিলেবাসে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে লোহালক্কড়ের কাজ, কাঠের কাজ ও গৃহ নির্মাণ এই তিনটি বিষয় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ক্যাডেট কলেজ ও টেকনিক্যাল ইন্টারমিডিয়েট কলেজসহ প্রায় ছয় শতেরও অধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছিল। বিষয়গুলির জনপ্রিয়তা ও সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও বিগত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ১৯৯০ সাল থেকে এই তিনটি স্বতন্ত্র বিষয়কে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এবং বিদ্যালয়ে চালু করা সম্ভব হবে কিনা বা ছাত্রছাত্রীদের জীবনে কোন কাজে আসবে কিনা তা যাচাই না করেই উক্ত তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে কর্মমুখী শিক্ষা নামে একটি সমন্বিত বিষয় নবম-দশম শ্রেণীর সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেন। এই সমন্বিত বিষয়টির সিলেবাস তৈরির দায়িত্ব যাদের দেওয়া হয়েছিল তারা সকলেই এই রকম একটি অর্থহীন বিষয়ের সিলেবাস তৈরি করতে তাঁদের অনীহার কথা এনসিটিবি'র চেয়ারম্যানকে জানিয়েছিলেন। কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিল এই বিষয়টি কোনদিন কোন বিদ্যালয়ের পক্ষে চালু করা সম্ভব হবে না। বিষয়টির জন্য সিভিল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ দুইজন ডিপ্লোমা শিক্ষক এবং তিন ধরনের যন্ত্রপাতি ও কর্মশালার প্রয়োজন হবে। কোন বিদ্যালয়ের পক্ষেই এই ব্যয়বহুল বিষয়টি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা খবর নিয়ে জানতে পেরেছি সারা বাংলাদেশে যেখানে ছয়শতেরও অধিক বিদ্যালয়ে কাঠের কাজ, লোহা-লক্কড়ের কাজ ও গৃহ নির্মাণ এই তিনটি বিষয়ের অন্ততঃ যে কোন একটি বিষয় চালু ছিল সেখানে মাত্র একটি বিজ্ঞান কলেজ ছাড়া আর কোন বিদ্যালয়ে এমনকি ক্যাডেট কলেজগুলিতেও এই সমন্বিত বিষয়টি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষক বেকার হয়ে পড়েছেন।

বর্তমানে কলেজগুলিতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভিন্নমুখী শাখা--যেমন কলা, বিজ্ঞান (সাধারণ), বিজ্ঞান (ডাক্তারী-পূর্ব), বিজ্ঞান (কারিগরি-পূর্ব), বাণিজ্য ও কৃষি ইত্যাদি চালু রয়েছে। বিজ্ঞান (সাধারণ) ও বিজ্ঞান (কারিগরি-পূর্ব) এই দুইটি শাখায় প্রকৌশলী অংকন, কাঠের কাজ, লোহালক্কড়ের কাজ ও জরিপ বিজ্ঞান রয়েছে। যে সকল ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তিমূলক বিষয়গুলি পড়ার সুযোগ পাবে তারা প্রায় সকলেই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও এই ধরনের কারিগরি বিষয় পড়ার আগ্রহ বাড়বে। এতে বাস্তব শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়বে এবং শ্রমকে ভালবাসার মন ও মানসিকতা গড়ে উঠবে। কাজেই জীবনকে বাস্তবমুখী করার জন্য ও শ্রমকে ভালবাসার জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে যে পাঁচটি বিষয় সুদীর্ঘ ৩৬ বছর যাবৎ বিদ্যালয়ে চালু ছিল তার বিলুপ্তি না ঘটিয়ে কার্যকরীভাবে চালু রাখা প্রয়োজন।

বিগত প্রায় চার দশক ধরে যে পাঁচটি বিষয়--জ্যামিতিক ও কারিগরি অংকন, কাঠের কাজ, লোহালক্কড়ের কাজ, ফলিত বিদ্যুৎ শক্তি ও গৃহ নির্মাণ প্রায় ছয় শতেরও অধিক বিদ্যালয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পড়ানো হচ্ছিল এবং প্রতিটি বিষয়ের উপর পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল এবং বিদ্যালয়গুলিও নিজস্ব চেষ্টায় যন্ত্রপাতি ও শিক্ষাপকরণ যোগাড় করে ছাত্রছাত্রীদিগকে এই বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল ঠিক এমন সময় স্বৈরাচারী সরকারের শিক্ষামন্ত্রী খেয়াল-খুশিমত বিষয়গুলির বিলুপ্তি ঘটিয়ে দিলেন।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বিভিন্ন স্থানে যে বক্তব্য রাখছেন তাতে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বর্তমান সরকার শিক্ষাকে কর্মমুখী ও বাস্তবমুখী করতে যাচ্ছেন। এতে সকলের মনে আশার সঞ্চার হয়েছে। শিক্ষাকে কর্মমুখী করার লক্ষ্যে বিগত সরকার কর্তৃক বিলুপ্তপ্রায় নবম-দশম শ্রেণীতে বিগত চার দশক ধরে চালু পাঁচটি বিষয় প্রত্যেকটি একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে পূর্বের মত যাতে ১৯৯১ সাল হতে নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সে ব্যাপারে এনসিটিবিকে বর্তমান সরকার নির্দেশ দেবেন বলে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক মহল আশা করছেন।

[লেখক কারিগরি শিক্ষক]